মসজিদ-ই- নূর
মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মাদী প্রধান সড়ক,
মোহাম্মদপুর, থানাঃ আদাবর, ঢাকা-১২০৭।
বাংলাদেশ।

চাকুরী-বিধি।

১.০ **শিরোনাম :** মসজিদ-ই -নূর কর্মচারী চাকুরী বিধি।

২.০ **কার্যকর :** অত্র বিধিমালা ০১লা জানুয়ারী,২০১৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৩.০ **সংজ্ঞা:**

(ক) নির্বাহী কমিটিঃ গঠনতন্ত্র মতে সাধারন সদস্যদের মতামতে নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকেই কার্য নির্বাহী কমিটি বুঝাইবে। এটি পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।

(খ) মুতাওয়াল্লীঃ ওয়াফক দলিলের শর্তমতে নিযুক্ত / মনোনীত মুতাওয়াল্লীকে বুঝাইবে।

(গ) কর্মচারী :নির্বাহী কমিটি কর্তৃক যথাযথ নিয়মে নিযুক্ত খতিব, পেশ ইমাম, ইমাম, মোয়াজ্জিন, খাদেম ইত্যাদিকে বুঝাইবে।

৪.০ **নিয়োগঃ**

৪.১ নির্বাহী কমিটি যথাযথভাবে প্রচারের মাধ্যমে দরখাস্ত আহবান করিবেন। নিয়োগ কমিটি আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করত ঃ গ্রহনযোগ্য আবেদনকারীর র্নিধারিত তারিখ ও সময়ে মৌখিক পরিক্ষা গ্রহন করিবেন। মৌখিক পরিক্ষার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পদে গ্রহন যোগ্য প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করিবেন। নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ক্রমে মহা-সচিব নিয়োগপত্র প্রদান করিবেন।

৪.২ সকল নিয়োগ অস্থায়ী ভিত্তিতে ছয় মাসের শিক্ষানবিস কালের জন্য হইবে। সন্তোষজনক শিক্ষানবিসকাল অতিক্রান্ত হইলে চাকুরী স্থায়ী ও নিয়মিত হইবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে শিক্ষানবিসকাল বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। শিক্ষানবিসকালে বিধিমত নিয়মিত বেতন-ভাতাদি প্রদান করা হইবে। শিক্ষানবিসকালে কাহাকে উপযুক্ত মনে না হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে কোন কারণ না দর্শাইয়া চাকুরীচ্যুৎ করিতে পারিবেন।

৪.৩ কোন কর্মচারীর শিক্ষানবিসকাল অতিক্রান্ত হইলে এবং কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নিলে তিনি স্বংক্রীয়ভাবেই সন্তোষজনক শিক্ষানবিসকাল অতিক্রান্ত করিয়াছেন মর্মে বিবেচিত হইবেন। তাহার চাকুরী স্থায়ী হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪.৪ শিক্ষানবিসকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে কোন অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হইবে না।

৫.০ **নিয়ম ও শৃঙ্খলা:**

৫.১ নিযুক্ত সকল কর্মচারী আল্লাহতালাকে রাজি খুশি করার মানসে মসজিদ ও মুসল্লীদের সেবা প্রদান করিবেন। নিম্মের বিষয়গুলি অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ক। নির্বাহী কমিটির সাথে দুর্ব্যবহার ।

খ। কমিটি, ইহার সভাপতি, মহা-সচিব ইত্যাদি কর্মকর্তাদের বৈধ আদেশ অমান্য করিলে।

গ। কারো সহিত রুঢ় আচরণ করিলে।

ঘ। অনুমতি ব্যততীরেকে দীর্ঘ অনুপস্থিতি। মুসল্লীদের সাথে দুর্ব্যবহার করিলে।

ঙ। দায়িত্ব পালনে অপারগতা বা গাফেলতি করিলে।

চ। গুজব ছড়াইলে।

ছ। মসজিদ বা দ্বীন ইসলামের বৈরী কোন কাজ করিলে।

জ। অসত্য কথা বলিলে।

ঝ। মাসলা মাসায়েল নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিলে, ইত্যাদি।

৫.২ কোন স্থায়ী কর্মচারী অসদাচরণ করিলে নির্বাহী কমিটির সভাপতি/ মহা-সচিব সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অসদাচরনের বিষয়টি উল্লেখ করিয়া সাত দিনের মধ্যে লিখিতভাবে কারণ দর্শাইতে নির্দেশ দিবেন। কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক হইলে উক্ত কর্মচারীকে অসদাচরনের অভিযোগ হইতে অব্যাহিত প্রদান করিবেন।

৫.৩ কারো কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হইলে, নির্বাহী কমিটি শুনানীর জন্য নূন্যতম এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করিবেন। উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে শুনানী প্রদান করিবেন। তদন্ত কর্মকর্তা/ কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে নির্বাহী কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

৬.০ **চাকুরী হইতে অব্যাহিত:**

৬.১ নির্বাহী কমিটি কোন কারণ না দর্শাইয়া দুই মাসের আগাম বেতন প্রদান করিয়া যে কোন কর্মচারীকে চাকুরী হইতে অব্যাহিত প্রদান করিতে পারিবেন।

৬.২ কোন স্থায়ী কর্মচারী দুই মাসের আগাম নোটিশ প্রদান করত: চাকুরী ত্যাগ করিতে পারিবেন। কোন ক্ষেত্রে আগাম নোটিশ প্রদান না করিলে সম পরিমাপ অর্থ নির্বাহী কমিটির নিকট জমা করিবেন।

৭.০ **ছুটিঃ**

৭.১ ছুটি বিশেষ ধরনের সুবিধা হিসাবে বিবেচিত হইবে কোন প্রকারেই অধিকার নয়।

৭.২ কর্তৃপক্ষ মসজিদ পরিচালনার সুবিধা বিবেচনা করিয়া ছুটি মঞ্জুর করিবেন।

৭.৩ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কেহ কোন প্রকার ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন না।

৭.৪ কর্তৃপক্ষ বিনা বেতনে, অর্ধবেতনে অথবা সম্পূর্ন বেতনে ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

৭.৫ একজন স্থায়ী কর্মচারী বছরে সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) দিন পূর্ণবেতনে নিম্মে বর্ণিতভাবে ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

ক। হজ্ব, ওমরা, তাবলীগঃ হজ্ব, ওমরা, তাবলীগ জামাতে যাওয়ার জন্য যৌক্তিক সময় ছুটি মঞ্জুর করা হইবে। হজ্ব করার উদ্দেশ্য প্রতি পাঁচ বছরে এবং ওমরা ও তাবলীগের প্রতি তিন বছরে একবার পূর্ণ বেতনে ছুটি প্রাপ্ত হইবেন। ওমরাহ পালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পনের দিন ছুটি প্রাপ্য হইবেন।

খ। কখনো মসজিদ পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে কোন ছুটি ভোগ করা যাইবে না। খতিব, পেশ ইমাম, ইমাম ও মোয়াজ্জিরনের দায়িত্ব পালন নির্দ্ধারিত ও সমন্বয় করতঃ ছুটি মঞ্জুর করা হইবে। একজন ছুটিতে গেলে প্রয়োজন বোধে অন্যজন একটানা দায়িত্ব পালন করিবেন।

গ। অসুস্থতা ও পারিবারিক কারণে ছুটি ভোগ করা যাইবে। তবে তা একসাথে ৫ (পাঁচ) দিনের বেশী হইবে না।

ঘ। কোন বিশেষ কারণে কাহাকে ৪০ দিনের অধিক ছুটি প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ যৌক্তিক মনে করিলে বিনা বেতনে অথবা অর্ধবেতনে অতিরিক্ত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

ঙ। ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথা দুই ঈদের দিন কোন কর্মচারীই ছুটি ভোগ করিবেন না এবং কোন মতেই অনুপস্থিত থাকিবেন না । ঈদের পরে দায়িত্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ঈদের ছুটি প্রদান করা হবে।

৭.৬ ছুটির জন্য নির্দ্ধারিত ফরমে মহাসচিবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৮.০ বেতনভাতা ও উৎসব বোনাসঃ

৮.১ বিগত ০১লা জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে নূর মসজিদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নিম্নরুপ হইবে।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মূলে বেতন	অন্যান্য ভাতাদি	সর্বমোট
১.	মুফতি কামরুজ্জামান	খতিব	১৮,৫০০/-	৭,৪০০/-	২৫,৯০০/-
২.	মুফতি মোঃ ইব্রাহীম	পেশ ইমাম	১২,৫০০/-	৫০০০/-	১৭,৫০০/-
৩.	হাফেজ মোঃ কবীর হোসাইন	মুয়াজ্জিন	১১,২০০/-	৪,৪৮০/-	১৫,৬৮০/-
৪.	মোঃ মাহবুবুর রহমান	মুয়াজ্জিন	১১,০৭২/-	৪,৪২৯/-	১৫,৫০১/-
৫.	মোঃ জহিরুল ইসলাম	খাদেম	৯,০০০/-	৩,৬০০/-	১২,৬০০/-
৬.	মোঃ ওমর ফারুক	খাদেম	৮,০০০/-	৩,২০০/-	১১,২০০/-
৭.	মোঃ হারুন রশিদ	খাদেম	৭,৫০০/-	৩,০০০/-	১০,৫০০/-

৮.২ প্রাপ্য ভাতাদি মূলবেতনের ৪০% হইবে।

৮.৩ প্রতি সমাপ্ত বছরের জন্য মূলবেতনের নূন্যতম ৫% বৃদ্ধি পাইবে। সে মতে ভাতাদিও র্নিধারিত হবে।

৮.৪ ইদুল ফিতর ও আযাহার পূর্বে মূলবেতনের ১.৫ গুন সমান অর্থ উৎসব বোনাস হিসাবে প্রদান করা হইবে।

৯.০ বিবিধ

৯.১ নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনমত এই বিধিমালা সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৯.২ এ বিধিমালার কোথায় কোন বির্তক দেখা দিলে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

কর্ম বিবরণ

১.০ পদঃ খতীব

২.০ যাহার নিকট জবাবদিহি করিবেন।

ক। মুতাওয়াল্লী।

খ। সভাপতি, নির্বাহী কমিটি।

৩.০ যাদেরকে তত্ত্বাবধান করিবেনঃ

ক। পেশ ইমাম

খ। ইমাম

গ। মুয়াজ্জিন

ঘ। হাফেজ

ঙ। খাদেম

৪.০ সার্বিক দায়িত্বঃ

এলাকায় মুসল্লীদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় উপলব্ধি জাগ্রত করা এবং সকল ব্যক্তি যেন মহান আল্লাহতালার অনুগ্রহ লাভ করতে পারে এমন ফিকির করা।

৫.০ সুনির্দিষ্ট দায়িত্বঃ

ক। জুম্মার নামাজে খুতবা পাঠ ও ইমামতি করা।

খ। এলাকার মুসল্লীদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য প্রতি জুম্মার নামাজের পূর্বে উক্ত সপ্তাহের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বয়ান করা।

গ। পেশ-ইমাম, ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেমগনের দায়িত্ব বন্টন, তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা প্রদান করা।

ঘ। দুই ঈদের নামাজের পূর্বে বয়ান ও ইমামতি করা।

ঙ। এলাকার মুসল্লীদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি, সঠিক মসলা-মাসায়েল জানা ও ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী যথা তফসীর, কোরান শিক্ষা, ওয়াজ/ বয়ান, ইত্যাদি প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

চ। নির্বাহী কমিটিকে মসজিদ পরিচালনায় সহায়তা করা।

ছ। মসজিদের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন কাজের জন্য মুসল্লীগণকে দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

জ। অধ:স্তন কর্মীদের সাহায্যে মসজিদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সময়মত আযান, আকামত ও নামাজ ইত্যাদি নিশ্চিত করা।

ঝ। অধ:স্তন কর্মীদেরকে সঠিক দায়িত্ব পালনে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা।

ঞ। প্রয়োজনমত মুসল্লীদের অবগতির জন্য এলান করা।

ট। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১.০ পদঃ পেশ-ইমাম/ ইমাম

২.০ যাহার নিকট জবাবদিহি করিবেনঃ

১। খতীব।

২। সভাপতি, নির্বাহী কমিটি।

৩। মহা-সচিব, নির্বাহী কমিটি।

৩.০ যাদেরকে তত্ত্বাবধান করিবেনঃ

১। মুয়াজ্জিন

২। হাফেজ

৩। খাদেম

৪.০ সার্বিক দায়িত্বঃ

এলাকায় মুসল্লীদের কামিয়াবির জন্য মসজিদের যাবতীয় আমল সঠিক ও সূচারু রুপে পরিচালিত করা।

৫.০ সুনির্দিষ্ট দায়িত্বঃ

ক। খতিবের অনুপস্থিতিতে খতীবের উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করা।

খ। নির্দ্ধারিত সিডিউল মোতাবেক নামাজে ইমমতি করা।

গ। খতিবের বয়ানের সাথে সংগতি রেখে মুসল্লীদের হেদায়েতের জন্য ওয়াজ মাহফিল, বয়ান ও প্রয়োজনীয় আমল করা।

ঘ। মুসল্লীগণ যেন আল্লাহর রাজি খুশির জন্য মসজিদের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন কাজে মুক্ত হস্তে দান করা সেমতে উদ্বুদ্ধ করা।

ঙ। মুয়াজ্জিন, খাদেম ইত্যাদি কর্মচারীগণকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান, তাদের কাজ তদারকি ও তাদের মাধ্যমে মসজিদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।

চ। মসুল্লীদের ইমান ও আমলের উন্নতির জন্য খতিবের পরামর্শ ও নির্দেশমতে ফিকির করা।

ছ। প্রয়োজনমত মুসল্লীদের দান সংগ্রহ করা ও রশিদ প্রদান করা।

জ। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ নূর মসজিদে জামাতে আদায় করা যাতে যে কোন একজনকে ইমামমতির জন্য পাওয়া যায়।

ঝ। সভাপতি ও খতিবের নির্দেশমত এলান করা মুয়াজ্জিনেরর অনুপস্থিতি আযান ও আকামত দেয়া ।

ঞ। কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১.০ পদঃ মুয়াজ্জিন

২.০ যাহার নিকট জবাবদিহি করিবেনঃ

১। খতীব।

২। সভাপতি, নির্বাহী কমিটি।

৩। মহা-সচিব, নির্বাহী কমিটি।

৩.০ যাদেরকে তত্ত্বাবধান করিবেনঃ

১। খাদেম

৪.০ সার্বিক দায়িত্বঃ এলাকায় মুসল্লীগণ যেন সঠিক সময় , নামাজ আদায় করতে পারেন সে মতে ফিকির করা।

৫.০ সুনির্দিষ্ট দায়িত্বঃ

১। খতিবের পরামর্শমতে নামাজের সময় নির্ধারন করা।

২। নামাজের সময় নিদের্শক বোর্ড আপডেট করা।

৩। সময়মত আযান নিশ্চিত করা।

৪। লাউডস্পীকার বা মাইক ঠিকমত চালানো।

৫। মসজিদের আলো, বাতি, ফ্যান, এসি ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা যাচাই করা ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৬। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইমাম সাহেবকে স্মরন করিয়ে দেয়া ও তাহার উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

৭। ইমামের অনুপস্থিতে ইমামতি করা।

৮। মুসল্লীদের দান.চাঁদা সংগ্রহ করা।

৯। ঘড়ির সময় যাচাই করা ও সঠিক সময় নিশ্চিত করা।

১০। মসজিদের ও মুসল্লীদের নিরাপত্তা বিষয়ে খেয়াল রাখা।

১১। কর্তৃপক্ষে কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দ্বায়িত্ব ও কতব্য।

১.০ পদঃ খাদেম

২.০ যাহার নিকট জবাবদিহি করিবেন:

১। সভাপতি, নির্বাহী কমিটি

২। মহা-সচিব, নির্বাহী কমিটি

৩।খতিব

৪। পেশ-ইমাম/ ইমাম

৫। মুয়াজ্জিন

৩.০ যাদেরকে তত্ত্বাবধান করিবেন: নাই।

৪.০ সার্বিক দায়িত্ব:

মসজিদে আমলের জন্য উচ্চমান সম্পন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা।

৫.০ সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব:

১। দৈনিক মসজিদের মেঝে পরিষ্কার করা।

২। প্রতি নামাজের ওয়াক্তের পূর্বে জায়নামাজের পাক - পবিত্রতা ও পরিষ্কার নিশ্চিত করা।

৩। প্রতি নামাজের পূর্বে মসজিদের সিঁড়ি, নিকটস্থ ফুটপাত, ওজুখানা, টয়লেটের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।

৪। মাসে একবার লাইট শেড, ফ্যান, এসি, সুইচবোর্ড, দরজা ও জানালা পরিষ্কার করা।

৫। নিয়মিত ও সময়মত পানির পাম্প অপারেট করা ও ওযুর পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৬। মসজিদ ও মুসল্লীদের নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন থাকা।

৭। লাইট শেড, ফ্যান, এসি, অপারেট করা

৮। লাশ ধুয়ানো ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং লাশের সৎকারে সকল প্রকার সহযোগিতা করা।।

৯। মুয়াজ্জিনের অনুপস্থিতিতে আযান ও আকামত দেয়া।

১০। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আযানের কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে হাজির থাকা।

১১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কর্তব্য।

31/06/2019

০৩/০৬/২০১৯